কলকাতা হাইকোর্ট

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা বিচারক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

সম্মানীয় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ

২০২২ সালের সিআরআর ৬৯৭

ওয়াসিম আশফাকুল ইসলাম

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য

শ্রী শেখর কুমার বসু, সিনিয়র আইনজীবী,

শ্রী প্রবীর মজুমদার,

শ্রী শান্তনু তালুকদার,

শ্রী স্নেহাংসু মজুমদার,

শ্রী দেবরাজ শীল

... আবেদনকারীর জন্য

শ্রী সুদীপ ঘোষ,

শ্রী সুমন দে

... রাজ্যের জন্য

সংরক্ষিত ০৬.০৯.২০২৩

রায়দান ২১.০৯.২০২৩

বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ, -

ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪১৭/৩৭৬/৫০৬-এর অধীনে দমদম থানা মামলা নং ৪৯৫৯/২০২১ তারিখ ০৮.০৪.২০২১ থেকে উদ্ভূত ২০২১ সালের জি. আর. মামলা নং ৩০২২-এর কার্যধারাকে চ্যালেঞ্জ করে বর্তমান সংশোধনমূলক আবেদনটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

মামলার সূত্রপাত দমদম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে একজন "এক্স" কর্তৃক লিখিত অভিযোগের একটি চিঠির ভিত্তিতে, যেখানে তিনি অভিযোগ করেছেন যে, ২০১৯ সালের জুন মাসে বা তার কাছাকাছি সময়ে যখন তিনি কলকাতার গোর্কি সদনে ছাত্রী ছিলেন এবং রাশিয়ান ভাষা অধ্যয়ন করছিলেন, তখন অভিযুক্ত ওয়াসিম আশফাকুল ইসলাম শুরুতেই নিজের পরিচয় দেন এবং তার শিক্ষাগত কোর্স সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন।

সময়ের সাথে সাথে তাদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারপরে অভিযুক্ত তাকে বিয়ে করার জন্য এগিয়ে আসে যখন সে রাজি হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় তার সাথে যেতে শুরু করে। অভিযুক্ত প্রতিনিধিত্ব করে যে সে ভারত ছেড়ে মস্কো যাবে এবং এক বছরের মধ্যে তাকে বিয়ে করবে। তিনি আরও প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন যে অভিযোগকারীকে তার সাথে মস্কো যেতে হবে এবং সমস্ত ব্যয় বহন করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। তারা দুজনেই কলকাতা এবং দমদমের বিভিন্ন হোটেলে গিয়েছিলেন, অভিযোগকারী অভিযোগ করেছেন যে তিনি অভিযুক্তদের ভালবাসা, স্নেহ এবং অঙ্গভঙ্গি দ্বারা সম্মোহিত হয়েছিলেন।একই অভিযুক্তের সুযোগ নিয়ে সে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের নোংরা নগ্ন ছবি তুলেছিল যা সে এই বিশ্বাসে রাজি হয়েছিল যে অভিযুক্ত তাকে বিয়ে করবে। তাকে ভবিষ্যতের একাত্মতার ভিত্তিতে তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কারচুপি করা হয়েছিল। ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে সে তার আচরণে ব্যাপক পরিবর্তন খুঁজে পেয়েছিল এবং প্রায়শই তাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করত, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তার নগ্ন ছবি প্রদর্শনের জন্য শক্তি ও সহিংসতা প্রদর্শন করত, যখন সে আপত্তি জানায় তখন সে তাকে হত্যার হুমকি দেয় এবং তাই সে ভয় পেয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে সে বুঝতে পেরেছিল যে তার মানসিক সন্তুষ্টি এবং উপভোগের জন্য তাকে অভিযুক্তের নোংরা প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে এবং সে তাকে সমস্ত অন্তরঙ্গ চ্যাটিং, ভিডিও/নোংরা ছবি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ব্ল্যাকমেইল করত। ০৮.১০.২০১৯ তারিখে অভিযুক্ত মস্কোতে ভারত ছেড়ে চলে যায় এবং প্রাসঙ্গিক সময়ে সে সতর্ক থাকার এবং চ্যাটিং করার জন্য একটি আল্টিমেটাম দেয়, আগের মতো অশ্লীল ভিডিও/ছবি প্রদর্শন করে, বিকল্প হিসাবে সে এবং তার পরিবার গুরুতর পরিণতির মুখোমুখি হবে। তাই তাকে করতে বাধ্য করা হয়েছিল। অনলাইনে বেশ কয়েকটি নগ্নতা যা মস্কো থেকে অভিযুক্ত দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল

যা তার যৌন আনন্দ এবং উপভোগের উদ্দেশ্যে ছিল। ক্রমাগত হুমকি/ব্ল্যাকমেইল করার ফলে অভিযোগকারী আতঙ্কিত হতে শুরু করে এবং আঘাত ও ভয়ে ভুগতে থাকে। এবং একই কারণ ছিল মস্কো থেকে অভিযুক্তের নির্দেশ তার যৌন বিনোদন এবং আনন্দের জন্য যার জন্য তাকে তার খপ্পর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সেই নোংরা ছবিগুলি পাঠাতে হয়েছিল। কিছু সময় পরে অভিযুক্ত বলেছিল যে সে ইতিমধ্যে মস্কোতে অনলাইনে সমস্ত ফটো/চ্যাটিং ভিডিও ছড়িয়ে দিয়েছে এবং এইভাবে তাকে ব্ল্যাকমেইল করছে। অভিযোগকারী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং ওষুধের অধীনে ছিল। ১০.০৩.২০২১-তে সে তার বন্ধুর কাছ থেকে জরুরি উদ্দেশ্যে রাশবিহারী অ্যাভিনিউতে তার সাথে দেখা করার জন্য একটি টেক্সট এস. এম. এস পায় এবং ১১.০৩.২০২১-এ সকাল ৪ টার দিকে একটি মোটরসাইকেল আরোহী দুই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি তার প্রাঙ্গণে অনধিকার প্রবেশ করে এবং অপভাষা ভাষায় চিৎকার করতে শুরু করে, তারা তার মাকে হুমকি দেয় এবং অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। আশ্চর্যজনকভাবে ২৭.০৩.২০২১-এ সে মনিরুল ইসলামের কাছ থেকে একটি ফোন কল পায় যে তাকে ওয়াসিম আশফাকুল ইসলামের বাবা হিসাবে প্রকাশ করে, যে তাকে হুমকি দেয় যে সে যদি তার ছেলের বিরুদ্ধে আইনীভাবে অগ্রসর হয় তবে তাকে গুরুতর পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। এরপর অভিযোগকারী অফিসারকে এফআইআর নথিভুক্ত করার এবং বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির অজুহাতে যৌন মিলন, বলপ্রয়োগ ও হিংসা প্রদর্শন এবং সমস্ত নোংরা ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানান মস্কোতে অনলাইনে।

তদন্ত শেষে তদন্তকারী সংস্থা ওয়াসিম আশফাকুল ইসলাম এবং তার বাবা মনিরুল ইসলাম মোল্লার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১/৩২৩/৪১৭/৩৭৬/৫০৬ ধারায় বিচার বিভাগীয় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছে।

তদন্তকারী সংস্থা তার মামলা প্রমাণ করার জন্য আটজন সাক্ষীর উপর নির্ভর করেছিল যার মধ্যে অভিযোগকারী "X", সিমা পল, সন্দীপ কুমার পল এবং সুখেন্দু মজুমদার এবং বাকি চারজন সাক্ষী যারা পুলিশ বিভাগ।

আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শেখর বসু এফআইআর, চার্জশিটে করা অভিযোগের পাশাপাশি বিভিন্ন সাক্ষীর বক্তব্যের দিকে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিদ্বান আইনজীবী ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে মহিলার বক্তব্যের দিকেও আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যেখানে তিনি বলেছিলেন যে ২০১৮ সালে কলকাতার গোর্কি সদনে পড়াশোনা করার সময় ওয়াসিম আশফাকুল ইসলামের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। অভিযুক্তের প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল যে সে বিদেশে যাবে এবং এক বছর পরে তাকে বিয়ে করবে তাকে বিভিন্ন হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রথমবার তাকে বলা হয় যে তারা ভবিষ্যতে বিয়ে করবে বলে তাদের শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। বিয়ের ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্বের উপর নির্ভর করে সে শারীরিক সম্পর্কের জন্য রাজি হয়। অভিযুক্ত তার নগ্ন ছবিও তুলেছিল এবং অনেক অন্তরঙ্গ মুহূর্তও। এরপরে সে তাকে হুমকি দিতে শুরু করে যে সে খিদিরপুরের বাসিন্দা এবং তার জীবন দুর্বিষহ করে তুলতে সক্ষম হবে। অভিযুক্ত ছবিগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য হুমকি দেয় এবং এর অর্থ সে নিয়মিত শারীরিক সম্পর্কে প্রবেশ করে। ২০১৯ সালের অক্টোবর বা তার কাছাকাছি সময়ে অভিযুক্ত মস্কো চলে যায় এবং ৩ টিএম অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত তার সাথে যোগাযোগ রাখে অভিযুক্ত অনেক ছবি তুলেছিল এবং তাকে ভিডিওগুলি পাঠাতে বাধ্য করেছিল।

অভিযুক্ত দাবি করে যে এটি তার দাবি, তবে হঠাৎ ২০২১ সালের ৩রা মার্চ সে বলে যে সে তার সাথে যে ছবিগুলি ভাগ করেছে, তা মস্কোতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ২০২১ সালের ১০ই মার্চ তার এক বন্ধু আকাশ তাকে রাশ বিহারী অ্যাভিনিউতে আসতে বলে কিন্তু সে যায় নি, পরবর্তীকালে বাইকে থাকা দু 'জন ব্যক্তি তার মাকে হুমকি দেয়। সেও বর্তমান মামলাটি শুরু করার জন্য ওয়াসিমের বাবার দ্বারা হুমকি দেওয়া হয়েছে।

সিমা পল, সন্দীপ কুমার পল হলেন সেই মহিলা/অভিযোগকারীর বাবা-মা, যিনি ঘটনার অভিযোগকারী মহিলা/তাঁদের মেয়ের মতোই ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। অন্য সাক্ষী সুখেন্দু মজুমদার অভিযোগকারীর এক বন্ধু ছিলেন, যিনি বলেছিলেন যে তিনি অভিযোগকারীর কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে ২০১৯ সালে যখন সে গোর্কি সদনে রাশিয়ান ভাষা পড়ছিল, তখন সে ওয়াসিম আশফাকুল ইসলাম নামে একজনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল, তারপরে তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উক্ত ছেলেটি তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং তারপরে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল এবং পরবর্তীকালে তার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় এবং তাকে হুমকি দেওয়া শুরু করে অভিযুক্ত ওয়াসিম আশফাকুল ইসলামের বাবা মনিরুল ইসলাম অভিযোগকারীকে হুমকি দেন এবং প্রার্থনা করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষের সামনে।

আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী জনাব বসু বলেছিলেন যে আবেদনকারী এবং অভিযোগকারী উভয়ই প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন যারা তাদের কাজের পরিণতি বুঝতে পেরেছিলেন। প্রবীণ আইনজীবী বলেছেন যে এফআইআর-এ করা অভিযোগ এবং তদন্তকারী সংস্থা যে উপকরণ সংগ্রহ করেছে তা সত্ত্বেও তদন্তকে সত্য বলে মনে করা হয়, তবুও চার্জশিট দাখিলের পর খুব কমই কোনও মামলা দায়ের করা হয়েছে ।

আবেদনকারীর ক্ষেত্রে এই মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ বা ৪১৭ ধারার অধীনে কোনও অপরাধ করা হয়নি। উপরন্তু এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে প্রসিকিউশন মামলাটি সেই ক্ষেত্রে সঠিক হিসাবে গৃহীত হলেও মহিলা তার ইচ্ছায় হোটেলে গিয়েছিলেন এবং শারীরিক সম্পর্ক রেখেছিলেন। আবেদনকারীর পরবর্তী ব্যর্থতা যদি তাকে আদৌ জড়িত না করে এবং তাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দায়বদ্ধ করে। এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর অশ্লীল ছবিগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া বা ভিডিও চ্যাটগুলি আপলোড করার বিষয়ে যে তথ্যগুলি বর্ণনা করা হয়েছে, তদন্ত সংস্থা এই ধরনের অভিযোগের সমর্থনে কোনও উপকরণ সংগ্রহ করেনি এবং বর্তমান মামলাটি অভিযোগকারী এবং সমর্থনকারী সাক্ষীদের মৌখিক প্রমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে বিবৃতির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছে যে মহিলাটি এই ধরনের অভিযোগের সমর্থনে কোনও উপকরণ সংগ্রহ করেনি চিকিৎসা পরীক্ষার জন্য।

রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী সুদীপ ঘোষ এই যুক্তির বিরোধিতা করেছেন, তবে, বিদ্বান আইনজীবী আবেদনকারীর বক্তব্যটি এতটাই মেনে নিয়েছেন যে, তদন্তকারী সংস্থা অশ্লীল ভিডিও এবং ছবির প্রচারের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত কোনও উপকরণ সংগ্রহ করেনি। বিদ্বান আইনজীবী বলেছেন যে, অভিযোগের ক্ষেত্রে মামলাটি প্রমাণ করার জন্য মাত্র চারজন সাক্ষী যথেষ্ট অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে।

আমি আবেদনকারীর এবং রাষ্ট্রপক্ষের দায়ের করা দায়েরপত্র বিবেচনা করেছি। আমি কেস ডায়েরিতে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা করেছি যার মধ্যে তিনজন সাক্ষীর জবানবন্দি, অভিযোগপত্র এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে মহিলার জবানবন্দি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আরও এগিয়ে যাওয়ার আগে নিম্নলিখিত রায়গুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন যেখানে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট একই ধরণের পরিস্থিতিতে সমস্যাগুলি মোকাবেলা করতে সন্তুষ্ট হয়েছেন।

প্রমোদ সূর্যভান পাওয়ার - বনাম - মহারাষ্ট্র রাজ্য, (২০১৯) ৯ এসসিসি ৬০৮ মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৭ এবং ৩৭৬ ধারার অধীনে 'বিবাহের প্রতিশ্রুতি' এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারার সাথে সম্পর্কিত একজন মহিলার 'সম্মতি' সম্পর্কিত অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়গুলি সমাধান করতে পেরে সন্তুষ্ট। উক্ত রায়ের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি বর্তমান মামলার উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

১০. যেখানে কোনও মহিলা ৩৭৫ ধারার মূল অংশে বর্ণিত যৌন ক্রিয়াকলাপে "সম্মতি" দেন না, সেখানে ধর্ষণের অপরাধ ঘটেছে। যদিও ৯০ ধারা "সম্মতি" শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করে না, তবে "সত্যের ভুল ধারণার" উপর ভিত্তি করে একটি "সম্মতি" আইনের চোখে সম্মতি নয়।

১২। এই আদালত বারবার বলেছে যে আইপিসি-র ৩৭৫ ধারার ক্ষেত্রে সম্মতি প্রস্তাবিত আইনের পরিস্থিতি, কর্ম এবং পরিণতি সম্পর্কে একটি সক্রিয় বোঝার সাথে জড়িত। একজন ব্যক্তি যিনি বিভিন্ন বিকল্প কর্ম (বা নিষ্ক্রিয়তা) এবং সেইসাথে এই ধরনের কর্ম বা নিষ্ক্রিয়তা থেকে প্রবাহিত বিভিন্ন সম্ভাব্য পরিণতির মূল্যায়ন করার পরে কাজ করার জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত পছন্দ করেন, তিনি এই ধরনের কর্মের জন্য সম্মতি দেন। ধ্রুবরম সোনার [ধ্রুবরম মুরলিধর সোনার বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, (২০১৯) ১৮ এসসিসি ১৯১:১৮ এসসিসি অনলাইন এসসি ৩১০০] যা ধারা ৪৮২ এর অধীনে এক্তিয়ার প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত একটি মামলা ছিল, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে: (এস সি সি অনুচ্ছেদ 15)

"১৫... সম্মতি সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যদি শুধুমাত্র মামলার প্রমাণ বা সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে।" সম্মতি "কে বিবেচনার সাথে যুক্তিসঙ্গত কাজ হিসাবেও উল্লেখ করা হয়। এটি অভিযোগ করা কাজটি করার অনুমতি দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তির মনে সক্রিয় ইচ্ছাকে বোঝায়।

কাইনি রাজন বনাম কেরালা রাজ্য [কাইনি রাজন বনাম কেরালা রাজ্য, (২০১৩) ৯ এস. সি. সি ১১৩: (২০১৩) ৩ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ৮৫৮]: (এস. সি. সি পৃ. ১১৮, অনুচ্ছেদ ১২) এই আদালতের সিদ্ধান্তেও এই বোঝাপড়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

"১২ ... 375 ধারার উদ্দেশ্যে "সম্মতি"-র জন্য শুধুমাত্র আইনের নৈতিক গুণের তাৎপর্যের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের পরে নয়, বরং প্রতিরোধ ও সম্মতির মধ্যে পছন্দটি সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করার পরে স্বেচ্ছাসেবী অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সম্মতি ছিল কি না, তা কেবল সমস্ত প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতির যত্ন সহকারে অধ্যয়নের উপর নির্ভর করে নির্ধারণ করতে হবে।

১৪. বর্তমান মামলায়, অভিযোগকারীর দ্বারা অভিযুক্ত "সত্যের ভুল ধারণা" হল আবেদনকারীর তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি। বিশেষ করে বিয়ের প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে নির্মাতার দ্বারা বোঝাপড়ার উপর দেওয়া একটি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি যে এটি ভঙ্গ করা হবে এবং একটি প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে যা সৎ বিশ্বাসে করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তীকালে পূরণ করা হয়নি। অনুরাগ সোনি বনাম ছত্তিশগড় রাজ্য [অনুরাগ সন্ট বনাম ছত্তিশগড় রাজ্য, (২০১৯) ১৩ এসসিসি ১:১৯ এসসিসি অনলাইন এসসি ৫০৯/, এই আদালত রায় দিয়েছেঃ (এসসিসি অনুচ্ছেদ ১২)

১২. উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলির সমষ্টি এবং সারমর্ম হবে যে, যদি এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রমাণিত হয় যে, যে অভিযুক্ত শুরু থেকেই বাদীপক্ষকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার বিয়ে করার কোনও অভিপ্রায় ছিল না এবং বাদীপক্ষ সম্মতি দিয়েছিল অভিযুক্তের দ্বারা এমন একটি আশ্বাসের উপর যৌন মিলনের জন্য যে

সে তাকে বিয়ে করবে, এই ধরনের সম্মতিকে আইপিসি ধারা ৯০ অনুসারে সত্যের ভুল ধারণার ভিত্তিতে প্রাপ্ত সম্মতি বলা যেতে পারে এবং এই ধরনের ক্ষেত্রে, এই ধরনের সম্মতি অপরাধীকে ক্ষমা করবে না এবং এই ধরনের অপরাধীকে আইপিসি ধারা ৩৭৫-এর অধীনে সংজ্ঞায়িত ধর্ষণ করেছে বলে বলা যেতে পারে এবং আইপিসি ধারা ৩৭৬-এর অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে।"

দীপক গুলাটি বনাম হরিয়ানা রাজ্য মামলায় এই আদালত একই ধরনের পর্যবেক্ষণ করেছে [দীপক গুলাটি বনাম হরিয়ানা রাজ্য, (২০১৩) ৭ এস. সি. সি. ৬৭৫: (২০১৩) ৩ এস. সি. সি. (সি. আর. আই) ৬৬০] (দীপক গুলাটি): (এস. সি. সি. পৃ. ৬৮২, অনুচ্ছেদ ২১)

"২১... নিছক একটি প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন এবং একটি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং, আদালতকে অবশ্যই পরীক্ষা করতে হবে যে প্রাথমিক পর্যায়ে অভিযুক্তের দ্বারা বিবাহের একটি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কিনা;"

১৬. যেখানে বিয়ের প্রতিশ্রুতি মিথ্যা এবং প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সময় নির্মাতার উদ্দেশ্য তা মেনে চলা নয়, বরং মহিলাকে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করার জন্য প্রতারণা করা ছিল, সেখানে একটি "সত্যের ভুল ধারণা" রয়েছে যা মহিলার "সম্মতি" কে কলুষিত করে। অন্যদিকে, প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বলা যায় না। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রতিষ্ঠার জন্য, প্রতিশ্রুতি প্রদানকারীর প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সময় তার কথা বহাল রাখার কোনও ইচ্ছা থাকা উচিত ছিল না ৩৭৫ ধারার অধীনে একজন মহিলার "সম্মতি" একটি "সত্যের ভুল ধারণার" ভিত্তিতে কলুষিত করা হয় যেখানে এই ধরনের ভুল ধারণাটি উক্ত কাজে জড়িত হওয়ার জন্য তার পছন্দের ভিত্তি ছিল। দীপক গুলাটিতে [দীপক গুলাটি বনাম হরিয়ানা রাজ্য, (২০১৩) ৭ এসসিসি ৬৭৫: (২০১৩) ৩ এসসিসি (সিআরআই) ৬৬০] এই আদালত মন্তব্য করেছেঃ (এসসিসি পিপি। ৬৮২-৮৪, অনুচ্ছেদ ২১ ও ২৪)

"২১... নিছক একটি প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন এবং একটি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং, আদালতকে অবশ্যই পরীক্ষা করতে হবে যে প্রাথমিক পর্যায়ে একটি মিথ্যা করা হয়েছিল কিনা অভিযুক্তের দ্বারা বিয়ের প্রতিশ্রুতি; এবং

যৌন ভোগের প্রকৃতি এবং পরিণতি সম্পূর্ণরূপে বোঝার পরেই সম্মতি দেওয়া হয়েছিল কিনা। এমন একটি মামলা থাকতে পারে যেখানে প্রসিকিউটর অভিযুক্তের প্রতি তার ভালবাসা এবং আবেগের কারণে যৌন মিলন করতে রাজি হয়, এবং কেবল অভিযুক্তের দ্বারা তার কাছে করা ভুল উপস্থাপনের কারণে নয়, বা যেখানে কোনও অভিযুক্ত এমন পরিস্থিতির কারণে যা সে পূর্বাভাস দিতে পারেনি, বা যা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, তা করার সমস্ত অভিপ্রায় থাকা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করতে অক্ষম ছিল। এই ধরনের মামলাগুলি অবশ্যই হতে হবে আলাদা ভাবে ব্যবহার করা হয়।

***

২৪. অতএব, এটা স্পষ্ট যে প্রাসঙ্গিক সময়ে অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে অভিযুক্তের ভুক্তভোগীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি রাখার কোনও অভিপ্রায় ছিল না তা দেখানোর জন্য অবশ্যই পর্যাপ্ত প্রমাণ থাকতে হবে। অবশ্যই, এমন পরিস্থিতি থাকতে পারে, যখন কোনও সেরা অভিপ্রায় থাকা ব্যক্তি বিভিন্ন অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে ভুক্তভোগীকে বিয়ে করতে অক্ষম হয়। "উপলব্ধ প্রমাণ থেকে খুব স্পষ্ট নয় এমন কারণগুলির কারণে ভবিষ্যতের অনিশ্চিত তারিখের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি রাখতে ব্যর্থতা সর্বদা সত্যের ভুল ধারণা হিসাবে গণ্য হয় না।" সত্যের ভুল ধারণা "শব্দটির অর্থের মধ্যে আসার জন্য, সত্যটির অবশ্যই একটি তাত্ক্ষণিক প্রাসঙ্গিকতা থাকতে হবে আই. পি. সি-র ৯ ও ধারাকে এই ধরনের পরিস্থিতিতে সাহায্যের জন্য ডাকা যায় না, যাতে কোনও মেয়ের কাজ সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করা যায় এবং অন্যদিকে ফৌজদারি দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা যায়,/এডা: দুটি তারকাচিহ্নগুলির মধ্যে বিষয়টিকে মূলত জোর দেওয়া হয়েছে। যতক্ষণ না আদালতকে এই বিষয়টি সম্পর্কে আশ্বস্ত করা হয় যে শুরু থেকেই অভিযুক্ত কখনই তাকে/এডকে বিয়ে করতে চায়নি।: দুটি তারকাচিহ্নগুলির মধ্যে বিষয়টি 'আসলভাবে জোর দেওয়া হয়েছে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৮. উপরোক্ত মামলাগুলি থেকে উদ্ভূত আইনি অবস্থানের সংক্ষেপে বলতে গেলে, ধারা ৩৭৫ সম্পর্কিত একজন মহিলার "সম্মতি" প্রস্তাবিত আইনের প্রতি সক্রিয় এবং যুক্তিসঙ্গত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

বিবাহের প্রতিশ্রুতি থেকে উদ্‌ভূত "সত্যের ভুল ধারণা" দ্বারা "সম্মতি" কলুষিত হয়েছিল কিনা তা প্রতিষ্ঠার জন্য, দুটি প্রস্তাব অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বিবাহের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই একটি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ছিল, যা খারাপ বিশ্বাসে দেওয়া হয়েছিল এবং এটি দেওয়ার সময় মেনে চলার কোনও অভিপ্রায় ছিল না। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নিজেই অবিলম্বে প্রাসঙ্গিক হতে হবে, বা সরাসরি বহন করতে হবে যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার মহিলার সিদ্ধান্তের সাথে সম্পর্ক। "

সোনু – বনাম – উত্তরপ্রদেশ রাজ্য, ২০২১ এস সি সি অনলাইন এস সি ১৮১ এবং **শম্‌ভু খারওয়ার – বনাম – উত্তরপ্রদেশ রাজ্য**, ২০২২ এস সি সি অনলাইন এস সি ১০৩২ মামলায় মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত পূর্বোক্ত রায়ের উপর নির্ভর করে তার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এবং এর ফলে কার্যধারা বাতিল করা হয়েছে। পরবর্তী রায়ে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নিজেই তাৎক্ষণিকভাবে প্রাসঙ্গিক হতে হবে, অথবা মহিলার যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্তের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত হতে হবে।

এই আদালতে উপস্থাপিত সামগ্রী এবং আইনের প্রস্তাবের মূল্যায়নের ভিত্তিতে, আমি মনে করি যে অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাদের কাজের পরিণতি বুঝতে পেরেছিল, যেমন অভিযোগকারীর বিবৃতি থেকে সি আর.পি.সি এর ধারা ১৬৪ এর অধীনে। এটা স্পষ্ট যে এই ধরনের সম্পর্ক মে, ২০১৯ থেকে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। যদি মহিলা শারীরিক সম্পর্কে প্রবেশ করে তবে তার উচিত ছিল প্রস্তাবিত আইনে জড়িত থাকার পরিণতি বুঝতে পেরেছে।

যতদূর পর্যন্ত অশ্লীল ছবি বা অন্তরঙ্গ অশ্লীল ভিডিও সংগ্রহ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় কেস ডায়েরিতে সংগৃহীত উপকরণগুলি তদন্ত চলাকালীন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে প্রতিফলিত করে না এবং সেই পরিমাণে রাজ্যের বিদ্বান উকিলও এই বিষয়ে স্বীকার করেছেন ব্যর্থতা।

তদন্তকারী সংস্থার সংগৃহীত নথিতে উপস্থিত পরিস্থিতির সামগ্রিকতার কথা বিবেচনা করে, আমি মনে করি যে ২০২১ সালের জি. আর. মামলা নং ৩০২২, যা দমদম পি. এস. মামলা নং ৪৫৯/২০২১ তারিখ ০৮.০৪.২০২১ (তাতে দাখিল করা চার্জশিট সহ) থেকে উদ্ভূত, তা আইনি প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের কারণ হতে পারে যদি একই চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং এইভাবে একই বাতিল করা হয়েছে।

তদনুসারে ২০২২ সালের সি. আর. আর ৬৯৭ অনুমোদিত।

বকেয়া আবেদন, যদি থাকে, ফলস্বরূপ নিষ্পত্তি করা হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন ক্রম, যদি থাকে, তাহলে এর মাধ্যমে পরম করা হয়।

কেস ডায়েরি -এর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিলের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে অবস্থা।

সমস্ত পক্ষ এই রায়ের সার্ভার অনুলিপিতে যথাযথভাবে কাজ করবে এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।

এই রায়ের জরুরী জেরক্স প্রত্যয়িত ফটোকপি, যদি এর জন্য আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে দেওয়া হয়।

(বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly